বেস্ট ফ্রেন্ড

মুহাম্মাদ নুরুল ইসলাম

হসন্ত
প্রকাশন

লেখকের কথা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। সকল প্রশংসা ওই আল্লাহর, যিনি আমাদেরকে এমন একজন নবির উম্মত হিসেবে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন—যিনি সাইয়েদুল আম্বিয়া, সরদারে দু-আলম হজরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। দুরুদ এবং শান্তি বর্ষিত হোক ওই পবিত্র সত্তার ওপর—যিনি তখনও নবি ছিলেন, যখন আদম আলাইহিস সালাম পানি ও মাটি মিশ্রিত ছিলেন। দুরুদ ও শান্তি বর্ষিত হোক তার পরিবার-পরিজন ও আসহাবে রাদিয়াল্লাহু আনহুমের ওপর।

মায়ের গর্ভ থেকে নিয়ে কবর পর্যন্ত সময়টুকুকে হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসাফিরের সাথে তুলনা দিয়েছেন। মুসাফির ব্যক্তি কিছু সময়ের জন্য সফর করেন। তারপর মূল বাসস্থানে ফিরে যান। ঠিক তেমনই আমরা মুসাফির। আমাদের চিরস্থায়ী বাসস্থান হলো ‘জান্নাত’। এই দুনিয়ায় আমরা কিছু সময়ের জন্য এসেছি। তবে মানুষ একে-অপরের ওপর নির্ভরশীল। একে-অপরের মুখাপেক্ষী। চলার পথে একে-অপরের সাহায্য নিয়ে চলতে হয়। তাই এই মুসাফির সফরে একজন উত্তম সঙ্গী অতি জরুরি। একজন উত্তম সঙ্গী থাকলে চলার পথ সহজ ও সুগম হয়। আর এই সঙ্গীকে নিয়ে আমার লেখা ‘বেস্ট ফ্রেন্ড’ মুসাফির সফরের উত্তম সঙ্গী।

বন্ধুত্ব অনুপম এক বন্ধন। দুজন—একজন আরেকজনের ছায়া হয়ে থাকবে। বিপদ এলে দুজন মিলে মোকাবিলা করবে। দুঃখের সময় পাশে এসে দাঁড়াবে। সুখের সময় দুজন সুখ ভাগাভাগি করে নেবে। সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হতেই টেনে নিয়ে আসবে সঠিক পথে। উপদেশ দেবে। দোষগুলো চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবে। কিন্তু কেউ বন্ধুকে নিয়ে কোনো বাজে কথা বলতেই তুমুল ঝগড়া বাঁধিয়ে দেবে। একটুকরো রুটিকে মিলে ভাগাভাগি করে খাবে।

বন্ধুত্ব হলো দুটি মানুষের মধ্যে আত্মিক সম্পর্ক, যেখানে থাকে না কোনো হিংসা-বিদ্বেষ, লোভ-লালসা, পরশ্রীকাতরতা। নিখাদ বন্ধুত্ব হচ্ছে সেই সম্পর্ক যেখানে একজন আরেকজনকে নিঃস্বার্থ সাহায্য করে, সুসময়-দুঃসময়-সব সময় তার পাশে থাকে।বন্ধুত্ব এমন একটি সম্পর্ক, যার মাঝে জড়িয়ে আছে ভালোবাসা ও আবেগ।

আদিব ও নুরুল ইসলামের (নুর) বন্ধুত্বের মাঝে খুঁজে পাবেন এমন বন্ধুত্ব।

সূচিপত্র

রবের দুয়ার তোর শেষ ঠিকানা / ৯
বন্ধুত্বের খুনসুটি / ১৩
রমজান এলো রে / ১৯
বিপদে বন্ধুর পরিচয় / ২৪
ঈদের খুশি অম্লান / ২৮
আত্মার ব্যাধি গিবত / ৩১
অবাক হয়ে দেখবে সবে, আকসা একদিন আমার হবে / ৩৫
সৎসঙ্গে স্বর্গবাস / ৪০
খোলা ডায়েরিটা / ৪৮
দমকা হাওয়ায় ঝোঁকায় না কভু / ৫৩
নবি সা. ও আবু বকর রাদি.-এর বন্ধুত্ব / ৫৬
কেমন সঙ্গী বেছে নেব / ৫৮
কেমন সঙ্গী ত্যাগ করব? / ৬১
বন্ধুর হক / ৬২

রবের দুয়ার তোর শেষ ঠিকানা

বিকেল বেলা। সূর্য সবে মাত্র ঢলতে শুরু করেছে। রৌদ্রের প্রখরতা অনেকাংশ কমে এসেছে। মৃদু হাওয়া গায়ে মাখতে বেশ ভালোই লাগছে। বন্ধুদের সাথে ক্রিকেট খেলছিলাম মাঠে। খেলার সময় তো আর মোবাইল রাখতে পারি না, কখন কী অঘটন ঘটে যায়। বল লেগে মোবাইল ভেঙ্গে যেতে পারে, নতুবা পকেট থেকে পড়েও যেতে পারে। তাই মোবাইল জমা দিলাম ছোটভাই সাঈদকে। এর মধ্যেই আসরের সময় হয়ে এলো। মসজিদ মাঠ থেকে কাছে হওয়ায় রফিক মুআজজিনের সাবলীল সুমধুর কণ্ঠের আজান স্পষ্ট শোনা যাচ্ছিল। আইফোন-এর টং টং রিংটোন বেজে উঠল। সাঈদ ডেকে বলল—

: নুরুল ইসলাম ভাই, মোবাইলে কল এসেছে।

: কে কল দিয়েছে?

: আদিব।

: জানি, আজ আমার খেলার বারোটা বাজবে। কারণ, নামাজের সময় হয়েছে। আর এ সময়ের আদিবের কল আসাটা নতুন কিছু নয়। তাই সাঈদকে বললাম, ‘কল রিসিভ না করে রেখে দাও।’

দ্বিতীয়বার আবার বেজে উঠল রিংটোন। সাঈদ আবার ডেকে বলল—

: নুরুল ইসলাম ভাই, আবারও কল আসছে।

কী আর করার, ফোনটা রিসিভ করলাম। নাহলে যে আমার বারোটা বাজাবে। ফোনের ওপাশ থেকে বকুনি সূরে জিজ্ঞেস করল আদিব—কোথায় তুই?

: মাঠে আছি।

: ঠিক আছে, রাখ।

ফোনটা রেখে আবার খেলায় মাশগুল। হঠাৎ সবার সামনে কলার ধরে পেছন থেকে কে যেন টান দিলো। আমি তো হকচকিয়ে উঠলাম। পেছনে ফিরে দেখি আদিব। কী আর করা, কলার ধরে টানছে আর আমি পিছে সরে যাচ্ছি। সবাই আমাদের চোরপুলিশের কাণ্ড দেখে হাসাহাসি করছে। আসলে আমাদের বন্ধুত্বের বন্ধন সম্পর্কে কারও অজানা নয়। তাই এমন চোরপুলিশের খেলায় লজ্জাবোধও করি না। আমারও বুঝতে আর বাকি রইল না টানতে টানতে কোথায় নিয়ে যাবে।

আদিব, আমার খুব ভালো বন্ধু। শিক্ষকও বটে। কথায় কথায় শিক্ষকের মতো ধমক। এটা কর ওটা কর, শিক্ষকের মতো আদেশ। আমি অনেক এড়িয়ে চলার

বন্ধুত্বের খুনসুটি

আজ ছুটির দিন। অন্যদিনের মতো আজকেও ফজরের নামাজ আদায় করে কুরআন তেলাওয়াত করে ইশরাকের নামাজ আদায় করলাম। ছুটির দিন ছাড়া ইশরাকের নামাজের পর বিশ্রাম নিই না। মাঝেমধ্যে একটু ঘুমুলেও তাড়াতাড়ি উঠে যাই। আজ ছুটির দিন; তাই একটু দেরি করে উঠলাম। আজ তো আর ক্লাস নেই। দশটার দিকে উঠে ফ্রেশ হয়ে নাস্তা করলাম।

এগারোটার দিকে আদিবকে ডাকতে যাচ্ছিলাম। দুজন গিয়ে একটু খোশগল্প করব, ঘুরাফেরা করব, খেলব—এই আরকি। ডাকতে গিয়ে দেখি ব্যাটা মনের সুখে আপেল চিবুচ্ছে। এমনিতে তো আমার জন্য দরদ উপচে পড়ে। নামাজের সময় হলে ফোন করতে করতে হয়রান পেরেশান। এখন খাওয়ার বেলায় আমার কোনো খবরই নেই। ব্যাটা একা বসে মনের সুখে আপেল চিবুচ্ছে। দেখাচ্ছি মজা!

আস্তে-আস্তে পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। আদিব তার কিছুই টের পেল না। যে-ই সুযোগ মিলল অমনি প্লেট থেকে সব আপেলের টুকরো নিয়ে ভোঁ-দৌড়। কদ্দূর গিয়ে পেছন ফিরে তাকালাম, ব্যাটা আমাকে ধাওয়া করছে কিনা দেখতে। দেখি, ব্যাটার কোনো নামগন্ধ নেই। অন্য কেউ হলে এতক্ষণে আমার বারোটা বাজাত। যতক্ষণ আমাকে ধরতে না পারত, ততক্ষণ ধাওয়া করে যেত। এই ব্যাটা দেখি কোথায় হাওয়া হয়ে গেছে।

যাকগে, ধাওয়া করুক আর না করুক—এটি তাঁর ব্যাপার। আমার কাজ আপেল খাওয়া; আগে আপেল খেয়ে নিই। ব্যাটার কত্তবড় সাহস, আমাকে রেখে একা একা আপেল খাচ্ছে! চিন্তা করা যায়! এবার আমি খাই।

দুপুরে নামাজের সময় হতেই মোবাইলের রিং বেজে উঠল। পকেট থেকে মোবাইল নিতেই দেখি চার অক্ষরের ইংরেজি শব্দের আদিব লেখাটি স্ক্রিনে ভাসছে। রিসিভ না করেই মোবাইল রেখে দিলাম। কারণ, আমি ওর থেকে একটু দূরে দূরে থাকছি। ওই যে আপেল নিয়ে পালালাম, ব্যাটা এখন পেলে আমাকে আর আস্ত রাখবে না।

মসজিদে গেলাম ঠিক মুআজজিন ইকামত দেওয়ার মুহূর্তে। এর আগে গেলে আদিবের হাতে নিশ্চিত ধরা পড়তে হতো। ইমাম সাহেব নামাজ শেষ করতেই উঠে চলে এলাম। বাকি নামাজ ঘরে পড়ব বলে। আদিবের কাছে ধরা পড়া যাবে না। ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস! আদিবের হাতেই ধরা। যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই রাত হয়। আদিব তখনই মসজিদে আসছিল। আমাকে দেখেই কলার ধরে বলল—

আলতো হাতের মাথা টিপুনি ঘুমকে বেশ আরামদায়ক করে তোলে। আপনারা আবার খেদমত নিতে যাবেন না যেন, দু-মিনিটের আরামের জন্য চিরকালের আরাম হারাবেন।

কল দিয়ে দেখি তো—কী সমস্যা? কল দিলো আদিব। আম্মু ফোন রিসিভ করলেন। আদিব মনে করছে আমি ফোন রিসিভ করেছি। তাই রিসিভ করার সাথে সাথেই আদিব বলল—কীরে, কী হলো আজ তোর? ঘুম থেকে উঠছিস না যে? শয়তান থেকে খেদমত নিচ্ছিস বুঝি? বেশ আরাম লাগছে না? একনাগাড়ে বলে যাচ্ছে আদিব। আদিব জানত না ফোনের ওপারে আমি না, আম্মু ছিলেন।

আম্মু আদিবের কথা শুনে হাসি থামাতে পারছিলেন না। আম্মু বললেন, বাবা আদিব!

আদিব মনে মনে বলছে, এরে, কাকে কী বললাম? এটা তো দেখি আন্টি। দূর, আন্টি কী মনে করবে এখন? আদিব বলল, হ্যাঁ, আন্টি। নুর কোথায়?

: নুরের দেখি গায়ে জ্বর। জ্বরের বেগে প্রচণ্ড কাঁপছে। জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে।

: ইন্না-লিল্লাহ। আচ্ছা আন্টি আমি নামাজ পড়ে আসছি। নামাজের সময় হয়ে এসেছে।

: ঠিক আছে।

নামায পড়ে আদিব সোজা আমাদের এখানে চলে এলো।[১২] এসে কপালে হাত দিয়ে কী যেন পড়তে লাগল। হাত সরিয়ে নিয়ে বড় করে সুরা ইয়াসিন, সুরা ফাতিহা, সুরা ইখলাস, আয়াতে শেফা পড়ে ফুঁ দিলো। আমি অচেতন অবস্থায় শুয়ে রইলাম। আম্মু এসে কাঁথা দিলেন, আদিব কপালে হাত দিয়ে পড়ছিল এটা মনে আছে। আর কিছুই তেমন মনে নেই।

ফুঁ দিয়ে আদিব বলল, আন্টি, আপনি নামাজ পড়তে যান। আমি আছি নুরের এখানে। আমি ওকে জলপট্টি দিচ্ছি।

: ঠিক আছে বাবা। তুমি থাকো।

আম্মু নামায পড়ে নাস্তা বানালেন। আদিব নাস্তা করল। নয়টার দিকে ডাক্তার এলেন। প্রেসক্রিপশন দিয়ে দর্শন নিয়ে চলে গেলেন। আদিব ঔষধপত্র নিয়ে এলো

তোমার সামনে রয়েছে দীর্ঘ রাত, অতএব তুমি শুয়ে থাকো। অতঃপর সে যদি জাগ্রত হয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে, একটি গিঁট খুলে যায়, অজু করলে আরেকটি গিঁট খুলে যায়, অতঃপর নামাজ আদায় করলে আরও একটি গিঁট খুলে যায়। তখন তার প্রভাত হয়, উৎফুল্ল মনে ও অনাবিল চিত্তে। অন্যথায় সে সকালে ওঠে কলুষ কালিমা ও আলস্য সহকারে। [*সহিহ বুখারি* : ১১৪২]

[১২] আবু হুরায়রা রাদি. বলেন, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, একজন মুসলিমের অধিকার অপর মুসলিমের ওপর পাঁচটি : ১. সালামের জবাব দেওয়া, ২. রুগীকে দেখতে যাওয়া, ৩. জানাজার সঙ্গে যাওয়া, ৪. দাওয়াত কবুল করা এবং ৫. হাঁচি দিলে তার জবাব দেওয়া। [*সহিহ বুখারি* : ১২৪০]

সৎসঙ্গে স্বর্গবাস

সরকারি আদেশে বেশ কিছুদিন ধরে স্কুল-কলেজ বন্ধ। সারাদিন ঘরে থাকতে-থাকতে বিরক্ত হয়ে যাচ্ছি। বই পড়ে, মোবাইল টিপে, খেলাধুলা করেও যেন দিন পার করতে পারছি না। মোবাইল টিপতে-টিপতে মোবাইলের প্রতিও এখন অনীহা চলে এসেছে।

যখন কলেজ খোলা ছিল, তখন সময় কীভাবে যেন ফুরিয়ে যেত। কলেজের পড়া, প্রাইভেটের পড়া শেষ করতে করতে বেলা কখন যেন ফুরিয়ে যেত, টেরই পেতাম না। তখন সামান্য মোবাইল হাতে নিতাম, এর জন্যও মায়ের বকুনি শুনতে হতো। মা বলত, সারাদিন মোবাইলে পড়ে থাকিস। পড়ালেখা কিছুই করতে হবে না। মায়ের এই ঘ্যানঘ্যানানিতে বিরক্ত হয়ে নীরবে কোথাও চলে যেতাম। আর এখন নিজের কাছেই বিরক্ত লাগতেছে। কী বিদঘুটে ব্যাপার! তাই না?

আসরের নামাজ পড়ে আমি আর আদিব বের হলাম মসজিদ থেকে। আদিবকে বললাম, 'এখন তোর কোনো কাজ আছে?'

: না। তেমন কোনো কাজ নেই। কেন?

: তাহলে চল, হাঁটতে যাই। ঘরে থাকতে থাকতে বিরক্ত হয়ে যাচ্ছি।

: আমিও। চল, একটু প্রকৃতির হাওয়া গায়ে লাগাই; মন প্রফুল্ল থাকবে।

: হ্যাঁ, চল।

পড়ন্ত বিকেলে প্রকৃতির আলতো ছোঁয়া বেশ ভালোই লাগছিল। মৃদু মৃদু হাওয়া গায়ে মাখতে বেশ আরামদায়ক। গল্প করতে করতে ব্রিজে চলে এলাম। দেখি আমাদের কমবয়সি কিছু ছেলেপুলে মোবাইলে ফ্রি-ফায়ার খেলছে। আমরা যে ওদের সামনে বেশ সময় দাঁড়িয়ে এত কথা বললাম, ওরা টেরই পেল না! আদিব বলল—

: এদের যে অবস্থা, কেউ যদি এদের সামনে খুনও করে চলে যায়, এরা বলতে পারবে না, কে কী করল!

: হ্যাঁ, ঠিক বলেছিস।

এদের অবস্থা দেখে এতটা হাসি পাচ্ছিল যে, বলে বোঝাতে পারব না। একজন বলে, পেছনে যা। আরেকজন, ওকে ধর। আরেকজন বলে, একে ফোরটি সেভেনটা বের কর। আরেকজন বলে, একে ফোরটি সেভেন দিয়ে হবে না, ফোরটি নাই বের কর। এক আলুলায়িত অবস্থা। চলে গেলাম পাশ কাটিয়ে।

: আচ্ছা, এই জেনারেশনের করুণ অবস্থার জন্য দায়ী কে?

আদিব বলল।

কেমন সঙ্গী বেছে নেব

সঙ্গী খোঁজার ক্ষেত্রে অনেক সচেতন হতে হবে। কোন বাছ-বিচার ছাড়াই কাউকে সঙ্গী বানানো উচিত নয়। কোনো ব্যক্তি আপনার বন্ধুকে দেখে বুঝে ফেলবে আপনার আখলাক-চরিত্র, বুঝে নেবে আপনার চাহিদা।

প্রত্যেক ব্যক্তি তার বন্ধুর ধর্ম (স্বভাব-চরিত্র) দ্বারা প্রভাবিত হয়। আপনি যাকে বন্ধু বানাবেন তার মধ্যে এই পাঁচটি গুণ বা অনেকাংশ গুণ বিদ্যমান আছে কিনা দেখতে হবে। ১. সে যেন জ্ঞানী হয়, ২. চরিত্রবান হয়, ৩. ফাসেক না হয়, ৪. বেদআতি না হয়, ৫. দুনিয়ালোভী না হয়।[৪৫]

দোষগুণ মিলেই একজন মানুষ। কোনো ব্যক্তিই দোষহীন নয়। হতে পারে একজন ব্যক্তির নিকট সব গুণ বিদ্যমান নেই, কিন্তু অনেকাংশ আছে কিনা—দেখে নিতে হবে। আর হ্যাঁ, অলস যেন না হয়।

আল্লাহর রাসুল সা. ইরশাদ করেন, উত্তম বন্ধু ও মন্দ বন্ধুর উদাহরণ হলো, সুগন্ধি বিক্রেতা ও হাপরে ফুঁকদানকারী। সুগন্ধিওয়ালা হয়তো তোমাকে উদাহরণ-স্বরূপ সুগন্ধ দেবে, অথবা তার কাছ থেকে তুমি কিনে নেবে। তা না হলেও তার থেকে অন্তত সুগন্ধি পাবে। আর হাপরে ফুঁকদানকারী হয়তো তোমার কাপড় পুড়ে ফেলবে অথবা দুর্গন্ধ পাবে।[৪৬]

উপর্যুক্ত হাদিসটি পড়ে হয়তো বুঝেই ফেলেছেন উত্তম বন্ধু ও মন্দ বন্ধুর মাঝে পার্থক্য। তাই বন্ধু নির্বাচনে আমাদের হতে হবে কঠোর। যেমন তেমন কাউকে বন্ধু বানালে নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হব।

আলি রা. বলেন, তোমরা অবশ্যই পুণ্যবান লোকদের বন্ধু বানাবে। কারণ, তারা দুনিয়া ও আখেরাতে তোমাদের সাহায্যকারী হবে।[৪৭]

জনৈক উপদেশদাতা বলেন, এমন ব্যক্তিকে বন্ধু বানাও, যে তোমার গোপন বিষয় ও দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবে, বিপদাপদে তোমার সাথে থাকবে, তোমার আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষাকে প্রাধান্য দেবে, তোমার ভালো ও ইতিবাচক বিষয়গুলো প্রকাশ করবে এবং তোমার দোষ-ত্রুটি ও নেতিবাচক দিকগুলো গোপন রাখবে। যদি এমন বন্ধু পাওয়া না যায়, তখন কাউকে বন্ধু না বানিয়ে নিজের সাথে বন্ধুত্ব করবে।

---

[৪৫] *আল ইয়াহইয়া* : ২/১৮৬

[৪৬] *সহিহ মুসলিম* : ২৬২৮

[৪৭] *আল ইয়াহইয়া* : ২/১৭৫

কেমন সঙ্গী ত্যাগ করব?

আবারও বলে রাখি, বন্ধুত্ব করার আগে দেখেশুনে বন্ধুত্ব করবেন। কারণ, তার স্বভাব-চরিত্র আপনার ওপর প্রভাব বিস্তার করবে। যদি সে পুণ্যবান-নেককার হয়, তাহলে আপনি নেককার হবেন, নেক কাজের দিকে ধাবিত হবেন। যদি আপনার বন্ধু মন্দ হয়, তাহলে আপনিও মন্দ কাজের দিকে ধাবিত হবেন।

আবু হাতিম রাহ. বলেন, জ্ঞানী ব্যক্তির জন্য এমন লোকের বন্ধুত্ব থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাওয়া আবশ্যক, যে ব্যক্তি তার বন্ধুকে ভালো কাজের উৎসাহ দেয় না এবং খারাপ কাজ থেকে অনুৎসাহিত করে না, বন্ধু আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল হয়ে পড়লে তাকে সেই গাফলতির ওপর অটল থাকতে উদ্বুদ্ধ করে।[৫৪]

কারণ, এমন বন্ধু থেকে আপনি দ্বীনি কোনো উপকার পাবেন না। বরং নিজের পায়ে নিজেই কুড়াল মারবেন। যদি সে গাফলতি থেকে আপনাকে ফিরিয়ে না আনে, এমন বন্ধুর সংস্রবের চেয়ে একাকিত্ব অনেক গুণ শ্রেয়।

উমর ইবনুল খাত্তাব রাদি. বলেন, কোনো পাপিষ্ঠকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না। তাহলে তুমি তার থেকে পাপকাজ শিখবে। কোনো পাপীর কাছে তোমার গোপন বিষয় প্রকাশ করো না।[৫৫]

আবু হাতিম রাহ. বলেন, জ্ঞানীরা কখনো খারাপ লোকদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে না। কারণ, খারাপ বন্ধু অঙ্গারের মতো—আবরণের ভেতর লুকিয়ে রাখে বিদ্বেষের আগুন। সে কখনো বিশ্বস্ত বন্ধু হয় না এবং বন্ধুত্বের দাবিও পালন করে না।

আপনার আশপাশে অনেক বন্ধু। সবাইকে দেখে বুঝে ওঠা দুষ্কর—কে প্রকৃত বন্ধু আর কে স্বার্থের বন্ধু! বন্ধুর তো কোনো অভাব নেই। এজন্য মালিক ইবনু দিনার রাহ. মুগিরা ইবনু হাবিব রাহ.-কে বলেন, হে মুগিরা, তোমার বন্ধুদের প্রতি তাকাও। তাদের মধ্য থেকে যার মাধ্যমে দ্বীনি কোনো উপকার হচ্ছে না, তার সঙ্গ ত্যাগ করো।[৫৬]

---

[৫৪] *রওজাতুল উকালা* : ১০২

[৫৫] *মিনহাজুল কাসিদিন* : ১০৮

[৫৬] *আজ-জুহদ* : ৪৪৯

বন্ধুর হক

শুধু বন্ধু বানালে হবে না, বন্ধুত্বের হকও যথাযথ আদায় করতে হবে। চেষ্টা করতে হবে কীভাবে বন্ধুত্ব টিকিয়ে রাখা যায়! কারণ, শয়তান বসে নেই। শয়তান আপনাদের বন্ধুত্বের মাঝে ঝগড়া বাঁধিয়ে দিতে উঠেপড়ে লাগবে। চাইবে ,কীভাবে দুজনকে আলাদা করে দেওয়া যায়! কীভাবে বন্ধু থেকে চির শত্রু বানিয়ে দেওয়া যায়! তাই রবের নিকট বেশি বেশি পানাহ চাইতে হবে।

সাইদ ইবনুল আস রাদি. বলেন, আমার ওপর আমার বন্ধুর তিনটি হক রয়েছে। ১. যখন সে আমার নিকট আসবে, তখন তাকে স্বাগত জানাব। ২. সে কোনো কথা বললে মনোযোগ দিয়ে শুনব এবং ৩. সে যখন আমার পাশে বসবে, তখন তার জন্য জায়গা প্রশস্ত করে দেবো।[৫৭]

পরিতাপের বিষয় হলো, মোবাইল আমাদের থেকে সব কিছু চিনিয়ে নিয়েছে। এখন দুজন একসাথে বসলে দেখা যায়, দুজনই মোবাইল নিয়ে ব্যস্ত। এখন আর হয় না আমগাছের শেকড়ের ওপর বসে আড্ডা। এখন বল কেনার টাকা আছে, কিন্তু খেলার সাথি নেই। তখন কাজের ফাঁকে মাঠে এসে কিছু সময় বন্ধুদের নিয়ে খেলতাম। এখন আর তা হয় না। এখন সেই কিছু সময় ব্যয় করি মোবাইলের পেছনে।

মুজাহিদ ইবনু জাবার রহ. বলেন, তুমি কোনো ভাইয়ের দিকে অস্বস্তিকর দৃষ্টিতে তাকাবে না। কোথায় থেকে আসছ? কোথায় যাবে? এ টাইপের বিভিন্ন ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করে তাকে অস্বস্তিতে ফেলবে না।[৫৮] যদি তার ইচ্ছে হয় বলার, তাহলে সে নিজ থেকেই বলবে। জিজ্ঞেস করার দ্বারা হয়তো তার খারাপ লাগতে পারে, তখন সে আস্তে আস্তে পিছু হটতে শুরু করবে।

মাইমুন ইবনু মিহরান রাহ. বলেন, আমি ইবনু আব্বাস রাদি.-কে বলতে শুনেছি, আমি আমার কোনো বন্ধু থেকে অপছন্দনীয় ও অবন্ধুসুলভ আচরণ পাইনি। এর কারণ তিনটি। ১. বন্ধু যদি আমার চেয়ে উচ্চস্তরের হয়, তখন আমি তাকে তার যথাযথ মর্যাদা দিই। ২. সে যদি আমার সমপর্যায়ের হয়, তখন নিজের ওপর তাকে প্রাধান্য দিই এবং ৩. সে যদি আমার চেয়ে নিম্নস্তরের হয়, তখন তার ব্যাপারে আমি সতর্ক থাকি।[৫৯]

---

[৫৭] *আল ইয়াহইয়া* : ২/ ১৯১

[৫৮] *সিফাতুস সাফওয়াহ* : ২/২০৯

[৫৯] *সিফাতুস সাফওয়াহ* : ১/৭৫৪